জীবনী : বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা জগতে মহম্মদ ইক্‌বাল এক অভিনব স্থান অধিকার করে আছে। তিনি হলেন এই সময়ের একমাত্র চিন্তাবিদ্ যিনি ইসলামিকচিন্তাধারায় প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক মান-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরা প্রাচীন হিন্দু ভাবধারায় পুষ্ট করেছেন। নিজেদের দার্শনিক ভাবনাকে, ইক্‌বাল যদিও একই সংস্কৃতি ও দার্শনিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, যদিও নিজের মধ্যে ইসলামের ভাবধারা বহন করেছেন, তবু অন্যান্য সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে তার চিন্তায় অদ্ভুত নৈকট্য দেখা যায়।

১৮৭৬ সালে শিয়ালকোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। শিয়ালকোট এবং লাহোরে তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি বরাবর খুব ভাল ছাত্র ছিলেন এবং দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে ওরিয়েন্টাল কলেজে লেকচারার পদে যোগ দেন। এই সময়ে কবি হিসাবেও তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০৫ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান এবং ট্রাইপোজ ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময়ে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক ম্যাক্ টাগার্ট (McTaggart) এর অধীনে পড়াশুনা করেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি জার্মানীর মিউনিখ্ ও 'পার্শিয়ান অধিবিদ্যা' নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং লাহোর কোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে যোগ দেন। তবে তিনি কখনই ব্যারিষ্টারি পোশাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেননি, বরং তার কাব্যের প্রতি অনুরাগ ছিল আরো গভীর এবং কাব্যের মধ্য দিয়েই তাঁর দার্শনিক অর্ন্তদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছেন সুন্দরভাবে। এতো উঁচু দরের খ্যাতিমান কবি হয়েও তিনি দার্শনিক আলোচনাকে কখনও অবজ্ঞা করেননি। বৃদ্ধ জীবনে ভুপালের রাজার কাছ থেকে তিনি বার্দ্ধক্য ভাতা পেতেন আমৃত্যু। লাহোরে ১৯৩৮ সালে তিনি মারা যান।

[illegible]

[illegible] (Nature of Self)

[illegible] (organic view) [illegible] (self) [illegible] (Principle of Unity) [illegible] (self) [illegible] (ego) [illegible]

[illegible] (flux) [illegible] (Unity) [illegible] (Unity) [illegible] (ego) [illegible] Six Lectures on the

Reconstruction of Riligious thought in 'Islam' [illegible] "The verse ... means that the essential nature of the soul is directive (Amr), as it proceeds from the directive energy of God, though we do not know how divine ' Amr functions as ego - unites."

[illegible]

[illegible] (Systems of acts) [illegible] (repetitive) [illegible] 'the body is accumulated action or habit of the soul ; and as such undetachable from it.'

[illegible] (non-ego) [illegible]

[illegible] (Immortality) [illegible]

[illegible] (Nature of the World)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (space) [illegible] (time) [illegible]

১) স্থান এবং কাল (Space and Time)

[illegible] (Absolutistic) [illegible] (Objective) [illegible] (Relative) [illegible] (frame-works) [illegible]

[illegible] (Subjective forms of perception) [illegible]

[illegible] (being relative) [illegible] (being subjective) [illegible] (phenomenal world) [illegible]

[illegible] (Iraqui) [illegible] (Non-material being) [illegible]

[illegible] (One dimensional) [illegible] (two-dimensional) [illegible] (three-dimensional) [illegible]

[illegible] (a succession of moments) [illegible] (Bergson) [illegible] (One duration) [illegible]

২। [illegible] (The World as an Ego)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (rigid) [illegible] (fixed) [illegible] (static) [illegible]

[illegible] (duration) [illegible] (Philosophy of duration) [illegible]

[illegible]

[illegible] (impulses) [illegible]

[illegible] (Tendency of egohood) [illegible]

[illegible]

ঈশ্বর (God)

[illegible]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রচলিত প্রমাণসকল

[illegible] (effect) [illegible] (infinite regress) [illegible] (uncaused cause) [illegible]

[illegible]

[illegible] (necessary cause) [illegible]

[illegible] (Teleological) [illegible]

[illegible] (Ontological argument) [illegible] "Petitio Principii" [illegible]

[illegible]

ঘ) সর্বোচ্চ সত্তা রূপে ঈশ্বর (God as the Supreme ego)

[illegible]

[illegible] (world-process) [illegible]

[illegible] (degress) [illegible] (light) [illegible] 'velocity of light' [illegible] (perspectives) [illegible] (Absolute ego) [illegible] (ceaseless movement) [illegible] (immense dynamism) [illegible]

[illegible]

[illegible] (Attributes of God)

[illegible] (essence) [illegible]

[illegible] (Creativeness)

[illegible] (Ashraite) [illegible] (Jawahira) [illegible] (Space) [illegible]

[illegible]

[illegible] (Knowledge)

[illegible] (finite ego) [illegible] (the other) [illegible] (subject) [illegible] (object of knowledge) [illegible] (living and creative activity) [illegible]

'সর্বশক্তিমত্তা' (Omnipotence)

[illegible]

কোরাণে ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তা আন্তরিকভাবে যুক্ত ঐশ্বরিক বিচক্ষণতার ধারণার সঙ্গে। এ জন্য যখনই কোরাণে ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, তখনই কেবল নিয়ম-শৃঙ্খলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা গুণটি এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বের, সমস্যার উদ্ভব ঘটায়— এই অভিযোগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের একটি সুপরিচিত বিষয়। বেদনার ঘটনা এতোই সার্বিক এবং কষ্টের অভিজ্ঞতা এতোই জীবন্ত যে এই সমস্যাটিকে তুচ্ছ একটি সমস্যা বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না। ইকবাল এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং এই সমস্যাটিকে সমাধান করতে চেয়েছিলেন ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে অমঙ্গলের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ বলে। তিনি উল্লেখ করেছেন এপ্রসঙ্গে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের আদম এবং ইভ এর কাহিনী আর কোরাণের কিছু কথা। এর থেকে মানুষের প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনাকে তিনি মানুষের 'আদিম পাপ' বলে বর্ণনা করেছেন। আর এর ফলেই মানুষের পতন ঘটেছে। এখানে পাপ এবং কষ্টের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দৈহিক এবং নৈতিক অমঙ্গল হিসাবে।

ইকবাল বিষয়টিকে দেখেছেন ভিন্নভাবে: তিনি অনুভব করেছেন যে মানুষের প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনা হল আসলে মানুষের প্রথম 'মুক্ত নির্বাচন' (free choice) এর ঘটনা। বস্তুতঃ স্বাধীনতা হল ভালত্বের অবশ্যম্ভাবী প্রাক্-শর্ত। স্বাধীনতার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি আছে, কারণ যদি মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সে এটাকে দুইভাবেই ব্যবহার করতে পারে। সে তার স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে যেমন ব্যবহার করতে পারে, তেমনি ভুল নির্বাচন করার সম্ভাবনাও তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। সুতরাং ইকবাল বলছেন ঈশ্বর জেনেশুনেই মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু এই ঝুঁকি সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষকে মুক্ত করেছেন এজন্যই যে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় বিশ্বাস আছে।

সম্ভবতঃ এটাই হল একমাত্র পথ, যার দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত অনন্ত সম্ভাবনাগুলি আছে তাকে বার করে আনা যাবে। এই দিক থেকে বেদনা এবং কষ্ট হল স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী দিক। ইকবাল বলছেন, "Good and evil.. though opposites must fall within the same whole."

সুতরাং অমঙ্গল কখনই ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে বিরুদ্ধতা করে না। সর্বশক্তিমত্তাকে কখনই ইচ্ছামতো সবকিছু করার ক্ষমতা বলে গণ্য করা হয় না। এই দৃষ্টিকোণকেই যুক্তিসম্মত ধারণা বলা যায়, কেননা এই দৃষ্টিকোণ মানুষের আবেগগত এবং বৌদ্ধিক উভয়দিককেই সন্তুষ্ট করে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অমঙ্গলের সঙ্গে ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায়।

চিরস্থায়িত্ব (Eternity):

'চিরস্থায়িত্ব' বিষয়টিকে ইকবাল 'সময়' (time) এর ধারণা হিসাবে বোঝেননি, এর অর্থ শেষহীন সময়ের ধারণা নয়। 'সময়' বলতে আমরা বুঝে থাকি পর পর মুহূর্তগুলির মিছিল। ইকবাল তাকে 'সময়' বলছেন না। 'প্রকৃত সময়' হল তার কাছে 'স্থিতিকাল' (duration) - যা পেছনে কোন কিছুকেই ফেলে যায় না এবং যা কিছু ঘটে সবেরই যা সম্ভাবনা। ঈশ্বর হলেন 'চিরকালীন', কারণ তিনি হলেন সমস্তরকম প্রকাশ ঘটনার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের মধ্যে যে অনন্ত

সম্ভাবনাগুলি নিহিত আছে, তা প্রকাশের একটা পদ্ধতি হল সময়। এই অর্থে ঈশ্বর হলেন চিরকালীন।

পরিব্যপ্ততা এবং অতিক্রমতা (Immanence and Transcendence):

যদিও ইকবালের ঈশ্বরতত্ত্ব কোন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ঈশ্বরের গুণ হিসাবে 'অতিক্রমতা'কে (Transcendence) তিনি স্বীকার করেছেন, পরিব্যপ্ততা গুণ সাধারণত যুক্ত থাকে ঈশ্বরের সর্বেশ্বরবাদী চরিত্রের সঙ্গে। ইকবাল সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন, এজন্যই ইকবাল ঈশ্বরের সবকিছুকে অতিক্রম করে যাওয়ায় গুণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরিব্যাপ্ততাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর উভয়ই। ঈশ্বর এই অর্থে জগতে পরিব্যাপ্ত নয় - যে অর্থে সর্বেশ্বরবাদে বলা হয়। ঈশ্বর এই অর্থে পরিব্যাপ্ত যে এই জগৎ তাঁর সৃষ্টি। এই কারণেই জগৎ প্রতিবিম্বিত করে এর সৃষ্টিকর্তার অহং-প্রকৃতিকে।

ঈশ্বর সবকিছুকে অতিক্রম করে যায়, কারণ সর্বোচ্চ অহং কখনই কোন সীমিত অহং এর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। পরিব্যপ্ততা এবং অতিক্রমতা চরিত্র দুটিকে ভিন্নভাবেও বোঝা যেতে পারে। ঈশ্বর এই জগতের পরিব্যপ্ত কারণ এই জগৎ হল ঐশ্বরিক সম্ভাবনার এক প্রকাশ। এটি এই জগৎকে অতিক্রম করে যায়, কারণ অন্য আরো অনন্ত সম্ভাবনাগুলো আছে, যেগুলি এখন পরিব্যপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।